সমকাল

তারিখ 11 OCT 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

ঢাবি উপাচার্য প্যানেল অবৈধ

■ সমকাল প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য নির্বাচনে আগামী ছয় মাসের মধ্যে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সিনেট গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া উপাচার্য (ভিসি) নির্বাচনে তিন সদস্যের প্যানেল মনোনীত করতে গত ২৯ জুলাই ডাকা বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ এবং ওই সভায় মনোনীত তিন সদস্যের ভিসি প্যানেলও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দ সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে এ রায় দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আদালতে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

ঢাবি উপাচার্য প্যানেল

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

কামরুল হক সিদ্দিকী। অন্যদিকে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান খান। মামলার বিবরণে জানা যায়, উপাচার্য নির্বাচনের সভা ডেকে গত ১৬ জুলাই সিনেট সদস্যদের চিঠি দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। চিঠিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ আর ২১(২) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে উপাচার্য নির্বাচনে ২৯ জুলাই বিকেল ৪টায় সিনেটের বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্ধারণ না করে ওই সিনেট সভা আহ্বানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এর পর ২৪ জুলাই হাইকোর্টে একটি রিট করেন অধ্যাপক সাদেকা হালিমসহ ১৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ও শিক্ষক। পরে ওই রিটের শুনানি নিয়ে একই দিন হাইকোর্ট রুল জারির পাশাপাশি সিনেট সভার কার্যক্রমও স্থগিত করে দেন।

এ পর্যায়ে হাইকোর্টের ওই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওই আবেদনে ২৬ জুলাই হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত বিষয়টি নিয়মিত আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে পাঠান চেম্বার বিচারপতির আদালত। এরই ধারাবাহিকতায় ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় তিন সদস্যের ভিসি প্যানেল মনোনীত করেন সিনেট সদস্যরা। প্যানেলের সদস্যরা হলেন- বিদায়ী ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক কামাল উদ্দিন ও অধ্যাপক আবদুল আজিজ। কিন্তু ৩ আগস্ট আপিল বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচনের জন্য মনোনীত তিন সদস্যের প্যানেলের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করে চার সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্ট রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। ওই আদেশ অনুযায়ী রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে গতকাল রায় দেন হাইকোর্ট। তবে রুল শুনানির আগেই আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের উপাচার্য হিসেবে নির্ধারিত মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। ৪ সেপ্টেম্বর ভিসি হিসেবে উপ-উপাচার্য ড. আখতারুজ্জামানকে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।